নগ

—নূপুর চ্যাটার্জী

নগ কথাটার অর্থ যা গমন করতে পারে না। অভিধানে পর্বতকেও নগ বলে আবার উদ্ভিদ বা গাছকেও নগ বলে। সত্যিই তো পর্বত তো একস্থান থেকে অপর স্থানে যেতে পারে না—আবার গাছকেও স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায় না। ওরা নগ তো বটেই, 'নগ' নিয়ে আমার ভাবনার একটা কারণ আছে—তা হ'ল বর্তমানে আমিও 'নগ'। পড়ে গিয়ে বাঁ-পায়ের গোড়ালি ভেঙ্গে গিয়ে ডাক্তারের নির্দেশে অন্তত তিনমাস আমি নগ। তবে পাহাড় আর গাছের মতো নয় হুইল চেয়ারে আমার স্থান পরিবর্তন হয় তবে তা নিজে থেকে নয়। তাই ব্যাপক অর্থে আমিও নগ। এই নিশ্চেষ্ট স্থানুবৎ অবস্থায় মন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পড়তে পাহাড় আর গাছেদের কথা মনে পড়লো।

একটু পয়সা জমাতে পারলেই আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাই। এরকম কেদারনাথ, মায়াবতী, উখিমঠ-এর পাহাড়ে যখন গিয়েছিলাম—তখন পাহাড়ের ঐ বিপুল বিরাট স্তব্ধরূপ-এর সামনে দাঁড়িয়ে আমার অস্তিত্বকে বড়ো তুচ্ছ মনে হয়েছিল—কি শান্ত, কি সমাহিত সুউচ্চ শৃঙ্গধারী পর্বতের কি নিরুচ্চার মহিমান্বিত উপস্থিতি—এক বিরাটের সন্ধানে মনকে প্রস্তুত করে। এখন আমার নগ অবস্থায় আরও একটা দিক আমার মনে এলো সেটা— পর্বত কি সত্যি নগ? ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারলাম—না—তাতো নয়—একটা পর্বতে রয়েছে নানা ধরনের বৃক্ষ, তরু, লতা, বিচিত্র কীট পতঙ্গ, প্রাণী, বেগবতী নদী—কল্লোলিনী ঝরণা—এদের সমবেত প্রাণস্পন্দন তো নিরন্তর বহমান, আর যা গতিময় তা কি করে নগ হয়? প্রস্তরীভূত পর্বতের প্রতিটি স্তরে স্তরে জীবনের সমারোহ যা তাকে সতত চেতন, সজীব প্রাণময় করে রেখেছে আর যেখানে প্রাণের ধারা প্রবাহিত সে কি করে নগ হয়? মনের একটা বাতায়ন খুলে গেলো,শরীরী চলাটাই শুধু চলা নয়—মনন, প্রাণময়তা—সতত নবজীবনের উদ্ভাস ও চলা—যেখানে সে নগ নয়।

আমার এই নগ জীবনে এই উপলব্ধি আমাকে নতুন চলমানতার ঠিকানা দিল-—এ পাওয়া তো কম নয়? শরীরের ভিতরে যে মন তার চলাকে দেখতে পেলাম।

গাছেদেরও তো নগ বলা হয়। দৃশ্যত তো তাই—বড়ো বড়ো জঙ্গলে দেখি সুউচ্চ নানারকমের বৃক্ষ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তাদের তলায় এদিকে ওদিকে জায়গা করে নিয়েছে গুল্ম শ্রেণী আর তাদেরকে জড়িয়ে রয়েছে কত লতা বিরুৎ। ওরা তো সত্যিই স্থানু—

কিন্তু এখানেও ঐ একই উপলব্ধি বাহ্যিক স্থানান্তকরণ ছাড়াও আছে আরও একরকমের চলা তা হলো প্রাণের চলা—অঙ্কুরিত বীজ বিকশিত হয়ে মহীরুহ তৈরি হয়, লতা এগিয়ে চলে—বেষ্টন করে অন্য বৃক্ষের শাখা—প্রস্ফূটিত পুষ্প ঝরে পড়ে—পরিপক্ক ফলের বীজ আবার অঙ্কুরিত হয়। জীবন চলতে থাকে—এ এক গভীর চলা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি। বাহ্যতঃ অচলতার মধ্যে যে চলা তার সন্ধান স্পর্শে মন শিহরিত হয়ে ওঠে।

শারীরিক অক্ষমতার গ্লানি অপহৃত হতে থাকে ঐ অতিলৌকিক গভীর চলার সন্ধান পেয়ে।

অচল অবস্থায় সচলের সন্ধান আমাকে জীবনীশক্তি দিয়েছে—কল্যাণময় মঙ্গলময় দিকটি সন্ধান করার শক্তি দিয়েছে—এ পাওয়াকে আমি সামান্য মনে করি না।